ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮৫২

আগরতলা,২১ ফেব্রুয়ারি,২০২১

মাতৃভাষাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

মাতৃভাষা মানে মায়ের ভাষা। যে ভাষা আমরা জন্মের পরই মায়ের কাছে শিখি। তাই মাতৃভাষার গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম। আজ সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, জন্মের পরে মায়ের কাছে শেখা যে ভাষায় আমরা বলতে ও পড়তে শিখি সে ভাষা ছোটবড় যে কোনও জনগোষ্ঠীরই হোক না কেন তা আমার মাতৃভাষা। সেই ভাষায় কথা বলতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। সেই ভাষায় আমরা মনের ভাব সহজে প্রকাশ করতে পারি।

সকল ভাষার সম্মানে আমাদের ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এই থিমকে ভিত্তি করে ও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে উদযাপন করা হলো রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১। শিক্ষা দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আজ সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। র‍্যালিতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সুদৃশ্য ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় প্লে-কার্ড হাতে ও চিরাচরিত পোশাকে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণ র‍্যালিতে অংশ নেন। সেই সাথে র‍্যালিতে অমর ২১-র শিক্ষা চেতনা বিকাশ নিয়ে উচ্চারিত হয় নানা গণধ্বনি। র‍্যালি শেষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনাতেই রাজ্যের বিলুপ্তপ্রায় করবং ভাষার বয়োজেষ্ঠ্য প্রতিনিধি রবিমোহন করবংকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথিগণ সম্মান ও সংবর্ধনা জানান। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ২০২১ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজের মনের ভাবভঙ্গিকে সহজে ফুটিয়ে তুলতে আমাদের প্রত্যেকের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়া শিক্ষানীতির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। তাই আগে মাতৃভাষা শিখি, পরে অন্য ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে আমাদের দেশ দীর্ঘদিন নানা বিদেশি জাতিগোষ্ঠীর শাসনে ছিলো। আমাদের মাতৃভাষার সাথে অন্যান্য আরও নানা ভাষা মিশে গেছে। বিভিন্ন সময়ে বিদেশি ভাষার প্রতিষ্ঠার চাপে আমাদের মাতৃভাষা নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। যার ফলস্বরূপই ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে মাতৃভাষার মুক্তির আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের পথ ধরেই আজ আমাদের সকলের মাতৃভাষা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ এখানে অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিলুপ্ত প্রায় জনজাতি গোষ্ঠীর ভাষার প্রতিনিধিকে সম্মান দেওয়া হলো। এই বিষয়টি ঐ ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

***২-এর পাতায়

সেইসাথে আমাদের রাজ্যের কাছেও এই কর্মসূচি গর্ব ও অহংকারের বিষয় যে আমরা শুধু মুখে বলি না কাজেও করে দেখাই কি করে হারিয়ে যাওয়া ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ককবরক ভাষাকে সম্মান জানিয়ে বড়মুড়া পাহাড়ের নতুন নামকরণ করা হয় হাতাইকতর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীদিনে এ রাজ্যের জনজাতিদের ভাষাকে সম্মান জানিয়ে আরও বেশি করে বিভিন্ন স্থানের নাম জনজাতিদের ভাষায় রাখা হবে। এছাড়াও ককবরক সহ অন্যান্য ভাষাগুলিকেও সরকারি নানা ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যদিও এখন টেট পরীক্ষা সহ অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থা ককবরক ভাষায় চালু আছে। ককবরক ভাষা এখন কোনও ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। তাই মুখে না বলে কাজে করে দেখাতে হবে মাতৃভাষাকে কি করে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হয়। আর তাতেই হবে মাতৃভাষার সঠিক বিকাশ। তিনি বলেন, এই মাতৃভাষাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নয়। মাতৃভাষাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতে হবে। তবেই হবে মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের সফলতা।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, মাতৃভাষা হলো নদীর মতো। নদী যেমন তার উপনদী ও শাখা প্রশাখা নিয়ে বয়ে যেতে যেতে কোনও সাগরে এসে মিশে বিশাল প্রসারতা পায়। আবার কোনও কোনও নদী মাঝপথেই শুকিয়ে হারিয়ে যায়। তেমনি ভাষাও নানা জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে কোনও কোনও ভাষা এক সময় হারিয়ে যায়। আবার কোনও ভাষা বিরাট প্রসারতা পায়। সেই ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশালাকারে এগিয়ে চলে। তাই ভাষা দিবসে আমাদের কাজ ও অঙ্গীকার হবে কোনও ভাষাকেই আমরা আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যেতে দেবো না। হারিয়ে যাওয়া ভাষাকে আমরা রক্ষা করবো এবং বিকশিত করবো।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আজকের দিনটি হলো আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার দিন। তিনি বলেন, মাতৃভাষার অবজ্ঞা নয়, মাতৃভাষার আমরা সেবা করবো, যত্ন করবো। একে আমাদের শিক্ষা ও সমাজে লালন করবো। বক্তব্যে তিনি ভাষার প্রতিষ্টায় ও জাগরণে যে মানুষ আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বলেন, বিলুপ্তপ্রায় ভাষার উন্নয়নে ত্রিপুরা সরকারের প্রচেষ্টা অবিরত চালু থাকবে।

বাংলাদেশের আন্দোলনের নানা প্রেক্ষাপট তুলে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনের কমিশনার মোহম্মদ যুবায়েদ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস।

অনুষ্ঠান শেষে মাতৃভাষার সম্মানে আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এই থিমকে ভিত্তি করে বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত ভাষা সহ ১৯টি জনজাতির ভাষার প্রতিনিধিগণ তাদের চিরাচরিত পোশাকে সজ্জিত হয়ে নিজ নিজ মাতৃভাষায় সকলকে অভিবাদন জানান।

*****